১৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...09 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ভুয়া সীল ও স্বাক্ষর

ঢাকা ভার্সিটির ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হইবে

আনোয়ার আল দীন ॥ সীল ও স্বাক্ষর জাল করিয়া অবৈধ-ভাবে ভর্তি হওয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিলিমিনারী প্রথম পর্বের আরও ৬৮জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হইতেছে। ২১শে জুনের মধ্যে অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নামে শো'কজ নোটিস প্রদান করিয়া পর্যায়ক্রমে ভর্তি বাতিল ঘোষণা করা হইবে। ইতিপূর্বে গত ৩১শে মে একই অভিযোগে মার্কেটিং বিভাগের ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল

(১১শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ভুয়া সীল স্বাক্ষর

(১ম পৃঃ পর)

করা হয়। ভর্তির বিষয় খতাইয়া দেখার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটিও গঠিত হইয়াছে। অভিযুক্তরা বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সীল স্বাক্ষর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ পর্যন্ত নকল করিয়া ভর্তি হইয়াছে।

জানা গিয়াছে, কয়েক মাস পূর্বে অবৈধ ভর্তির এই বিষয়টি রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর হইলে তাহারা কর্তৃপক্ষকে অব-হিত করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভর্তি উপ-রেজিষ্ট্রার রেজাউল হক চৌধুরী ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষের প্রিলিমিনারীর প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির কাগজপত্র ঘাটিয়া এই ৮০ জনের কাগজপত্রে ব্যাপক গরমিল লক্ষ্য করেন। পরে এগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখা যায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ ছাড়াই শিক্ষক ও ব্যাংকের জাল স্বাক্ষর ও সীলমোহর ব্যবহার করিয়া ইহারা বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হইয়াছে। পরে অভিযুক্তদের ১২ জনের নামে শো'কজ নোটিস পাঠাইলে তাহারা কেহই জবাব প্রদান কিংবা রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত হয় নাই।

অভিযুক্তরা মার্কেটিং, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সমাজ বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি হয় এবং অধিকাংশই এফ, রহমান ও রোকেয়া হলের ছাত্র-ছাত্রী। জগন্নাথ হলেরও কয়েকজন রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, ১২, ১৭, ১৯ ও ২১শে জুন ৯২/১৩ জন করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে ইহাদের ভর্তি বাতিল করা হইবে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার আবু জায়েদ শিকদার বলেন, এই ভুয়া ভর্তির ব্যাপারে একটি সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করিতেছে। অনার্সে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদেয় কাগজপত্র নিরীক্ষণ করিলেও অনেক ভুয়া ভর্তি পাওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন, অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি বাতিল করা ছাড়া অধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা আমাদের নাই।

উল্লেখ্য, ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়া ভর্তির অভিযোগে ১৯৭৮ সালে প্রায় ৩ শত ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল হইয়া যায়। ইহার পর বিভিন্ন সময়ে প্রায় শতাধিক ভর্তি বাতিল হইয়াছে।